



প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

মহাসমারোহে বর্ষবরণ ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন কর্মসূচির উদ্বোধন ॥

বিশ্বে এখন বাঙালি সংস্কৃতি বিশেষ মর্যাদায় স্থান লাভ করেছে

-জাবি উপাচার্য ড. ফারজানা ইসলাম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, ১৫ এপ্রিল ২০১৮।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মহাসমারোহে বর্ষবরণ ও পহেলা বৈশাখ উদযাপন শুরু করেছে। এ উপলক্ষে গতকাল সকাল সাতটায় উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম ক্যাম্পাসবাসীর সঙ্গে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। উপাচার্যের বাসভবনে নববর্ষের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে উপাচার্য সকলকে নববর্ষের শুভেচ্ছা জানান। উপাচার্য বলেন, বাংলা নববর্ষ উৎসব একটা আনুষ্ঠানিকতা। অনানুষ্ঠানিকভাবে এর প্রচলন সুদীর্ঘকালের। আবহমান গ্রাম বাংলায় আজও বাংলা মাস ও দিন-তারিখ অধিক প্রচলিত। বাঙালির বাঙালিত্বে বাংলা নববর্ষের উৎসব অনন্য স্থান দখল করে আছে। বিশ্বে এখন বাঙালি সংস্কৃতি বিশেষ মর্যাদায় স্থান লাভ করেছে। উপাচার্য বাংলা নববর্ষে সবার জন্য সুখ, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করেন।

সকাল দশটায় প্রশাসনের উদ্যোগে অমর একুশ থেকে উপাচার্যের নেতৃত্বে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র থেকে মঙ্গল শোভাযাত্রা শুরু হয়ে পুরাতন কলাভবনে গিয়ে শেষ হয়। শোভাযাত্রায় অন্যান্যের মধ্যে প্রো-উপাচার্য অধ্যাপক ড. আমির হোসেন, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, রেজিস্ট্রার, হল প্রভোস্ট, শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অফিসার, কর্মচারি, মহিলা ক্লাবের সদস্যবৃন্দ ও জাবি স্কুল ও কলেজের ছাত্র-শিক্ষকগণ অংশগ্রহণ করেন। সকাল সাড়ে দশটায় পুরাতন কলা ভবনের সম্মুখে মৃৎ মঞ্চে নাটক ও নাট্যতত্ত্ব বিভাগ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। বেলা সাড়ে এগারোটায় মহায়াতলায় বাংলা বিভাগের আয়োজনে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন অনুষদ, বিভাগ ও আবাসিক হল পৃথক পৃথকভাবে পহেলা বৈশাখ ও বর্ষবরণ উৎসব পালন করে।

এর আগে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের উদ্যোগে তিনদিন ব্যাপী বৈশাখী মেলা শুরু হয়। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের চত্বরে বৈশাখী মেলা উদ্বোধন করেন প্রধান অতিথি উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম।

পরিচালক

জনসংযোগ অফিস